যুগান্তর

তারিখ ... 12 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১-৫ ...

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

এবারের সমাপনী পরীক্ষায় ৫০ ভাগ প্রশ্ন 'যোগ্যতাভিত্তিক'

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার ৫০ ভাগ প্রশ্ন হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে। তবে এর নাম দেয়া হয়েছে 'যোগ্যতাভিত্তিক' প্রশ্ন। অপরদিকে এ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে এবার প্রথমবারের মতো আট সেট প্রশ্ন করা হবে। এরপর আট অঞ্চলে ভাগ করে তাতে পরীক্ষা নেয়া হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক কর্মসম্পাদন উপলক্ষে রোববার মন্ত্রণালয়ের অধীন চারটি অধিদফতর ও দফতরের সঙ্গে সচিবের চুক্তি সই হয়। ওই চুক্তিনামা থেকে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ চারটি দফতর হচ্ছে— প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (বিএনএফই), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট। চুক্তি চারটিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মেছবাহ উল আলম, ডিপিইর পক্ষে মহাপরিচালক মো. আলমগীর, বিএনএফইর মহাপরিচালক ড. রুহুল আমীন সরকার, নেপের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক শাহ আলম ও পরিবীক্ষণ ইউনিটের মহাপরিচালক মো. আবদুল হালিম নিজ নিজ পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

ডিপিই যেসব লক্ষ্য সম্পাদন করবে সেগুলো হল— সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ছয় হাজার শ্রেণীকক্ষ, ছয় হাজার নলকূপ স্থাপন এবং নয় হাজার ওয়াশ ব্লক নির্মাণ, নির্ধারিত সময়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে ১১ কোটি ২০ লাখ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, প্রাথমিক শিক্ষায় তথ্য ও সমাপনী : পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

সমাপনী : এবারের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে ১৪ হাজার ৬৮৪ মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ সরবরাহ, ৭৮ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান ও ৩২ লাখ শিক্ষার্থীকে স্কুল ফিডিংয়ের আওতায় আনা, বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ২০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, নয়টি পিটিআইয়ের কাজ সম্পন্ন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের প্রবর্তন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ হাজার ৬৭২ জন শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

বিএনএফই'র লক্ষ্যগুলো হল— মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৬৪ জেলার ৬৪ উপজেলায় যাদের বয়স ১৫-৪৫ বছর, এরূপ ১১ লাখ ৫২ হাজার নিরক্ষর নর-নারীকে মৌলিক সাক্ষরতা ও জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা প্রদান ও জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান।

সি-ইন-এড পিটিআইগুলোকে ডিপিএডের জন্য প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, পরিমার্জিত ডিপিএড ম্যাটারিয়াল মুদ্রণ, যোগ্যতাভিত্তিক অভিক্ষাপদ প্রণয়ন করে তা পরিমার্জন করে আগামী নভেম্বর ২০১৫ এবং মে ২০১৬তে সাতটি বিভাগের নির্বাচিত ২০টি বিদ্যালয়ে পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

নেপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের জন্য কর্মশালা আয়োজনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং নেপের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নেপ বাস্তবায়ন করবে।

পরিবীক্ষণ ইউনিট যেসব লক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে সেগুলো হল— বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবসরগ্রহণকারী/মৃত তিন হাজার শিক্ষককে কল্যাণ ট্রাস্টের ফান্ড থেকে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদানের কাজটি চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করা, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, মামলা/অন্যান্য প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে যেসব বিদ্যালয়/শিক্ষক জাতীয়করণ থেকে বাদ পড়েছে তা যাচাই-বাছাই করে জাতীয়করণের আওতায় আনা এবং কর্মকর্তাদের দিয়ে ৩০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়মিত পরিদর্শন করা।

এসব কাজ এক বছরের মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যে এর আগে এ বছরের ২০ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করে। এ চুক্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মেছবাহ উল আলম সই করেন।